প্রশ্ন

#সময় স্বল্পতার কারণে বানান ও অঙ্গসজ্জায় বেশ ত্রুটি থাকায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

ফিলিস্তিন ও বয়কট বিষয়ক যাবতীয় জিজ্ঞাসা

(লেখাটি মুস্তফা মনজুর স্যারের ফেসবুক আইডি থেকে নেওয়া, শেষে দেখুন)

পণ্য বর্জন ও কতিপয় জিজ্ঞাসা বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। পণ্য বয়কট নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা কথা শোনা যায়। বিপক্ষের যুক্তিগুলো কেন যেন মনে হয় ঈমানের দাবীর চাইতে জাগতিক স্বার্থেই বেশি করা। যদিও মানুষের নিয়ত সম্পর্কে আমি কেন, কোন মুফতিই ফাতওয়া দিতে পারেননা। কিন্তু বাহ্যিক আচরণ আর কথাবার্তায় এমনই মনে হয়। আজ এ পণ্য বয়কট নিয়েই লিখব।

কেন আমরা ইসরায়েলী পণ্য বয়কট করবো?

স্মরণ রাখা দরকার, অমুসলিমদের পণ্য ব্যবহার, তাদের সাথে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করা নাজায়েজ নয়। যদি না সে পণ্য - - মুসলিমদের বিপক্ষে ব্যবহার করা হয়। এজন্যই অস্ত্র বিক্রি জায়েজ হলেও, ডাকাতের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা হারাম। এমনিভাবে যারা মুসলিমদের বিপক্ষে লড়াইয়ে রত, তাদের কাছেও অস্ত্র বিক্রি জায়েজ নয়। - যার ব্যবসা লব্ধ অর্থ ইসলাম ও মুসলিমের বিপক্ষে ব্যবহার করা হয় কিংবা মুসলিমদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অমুসলিমদের পণ্য ব্যবহার নাজায়েজ নয়। অতএব, আমরা ইসরাইলের যেসব পণ্য বয়কট করার কথা ভাবছি তা নাজায়েজ হিসেবে নয়। হ্যাঁ, এর মধ্যে কিছু আছে যেগুলো ইসরাইলের দখলদারিত্বের পেছনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে, সেগুলি ব্যবহার করা নিশ্চিতই হারাম। বাকী যেসব পণ্য মুসলিমদের বিপক্ষে কোনরূপ সরাসরি কাজে জড়িত নয় ইসরায়েলের সেসব পণ্য বর্জনের কারণ হচ্ছে – জিহাদ। আমরা নিশ্চয়ই জানি, জিহাদের একটি অংশ হচ্ছে বয়কট/অবরোধ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বরে বানু নাযীরকে অবরুদ্ধ রেখেছিলেন। অর্থনৈতিক অবরোধও মূলত জিহাদেরই একটি অংশ। যদি সকল মুসলিমদেশ থেকে একযোগে ইসরাইলের সাথে আমদানি-রপ্তানী বন্ধ করে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা যেত তা হত সবচেয়ে ভাল উপায়। যেহেতু নানাকারণে তা করা যাচ্ছে না, সে হিসেবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের অবরোধ হিসেবেই আমি পণ্য বয়কটকে দেখছি। অর্থাৎ ব্যক্তির তরফ থেকে একপ্রকার অবরোধ হচ্ছে সে দেশের ও সে দেশ সংশ্লিষ্ট পণ্য বর্জন করা। এটা আর্থিক জিহাদেরই একটি পর্যায়, যদি তা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।

ইসরায়েলী পণ্য বয়কট কেন্দ্রীক কিছু আপত্তি ও তার জবাব।

অনেকেই বলে থাকেন, ইসরাইলী পণ্য বর্জন করলে কিই বা লাভ। আমি একজন ইসরা/ইলী পণ্য বয়কট করলেই বা কি না করলেই বা কী? তাতে ইসরাইলের কি যায় আসে? **

আসলেই একজন ক্রেতা/ভোক্তা যদি ইসরায়েলী পণ্য বয়কট করেন তাহলে কিন্তু বাহ্যত কোন ক্ষতিই পরিলক্ষিত হয় না। ধরে নিলাম সারা বিশ্বে কেবল আপনি/আমি একজনই মাত্র একটা পণ্য বর্জন করলাম। তাতে পণ্যের উৎপাদনে যেমন হেরফের হবে না, তেমনই লাভেও না। তবে তাত্ত্বিকভাবে কিছুটা লোকসান হবেই তা যতই ক্ষুদ্রতর হোক, হয়ত দশমিকের পর আরো ৫০টি শূণ্য যোগ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তত শতাংশ পরিমাণ। (আমি হিসাবে অভিজ্ঞ নই, তাই কেবল আনুমানিক একটা সংখ্যা দিলাম। তাছাড়া এসব পণ্যের উপরও নির্ভর করে)। মোটকথা হচ্ছে, যাররা(অতি অল্প) পরিমাণ হলেও ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে যদি বিশাল একটা অংশ ত্যাগ করে, তবে ক্ষতির সে শতাংশ বাড়তে থাকবে, তার প্রভাব উৎপাদনেও পরতে বাধ্য। *অনেকটা বিন্দু বিন্দু জলের সাগরের মত। এক ফোটা কমলে কোন কিছুই কমে না, কিন্তু যদি এক ফোটা ফোটা করে কমতে থাকে একসময় পরিবর্তন চোখে পড়বেই।* এখন, আমার ক্ষমতা তো অতটুকুই নাকি? আল্লাহ তাআলা আমাকে তো ১% বা ৫০% ক্ষতি করার সামর্থ্য দেননি। ফলে সেটা না করতে পারার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসাও করবেনা। কিন্তু আমার সামর্থ যতটুকু, ততটুকু যদি না করি, জিজ্ঞাসিত আমিই হব। আপনি না। প্রিয় ভাই, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কার কতটা ক্ষতি হলো, তা নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমার দায়িত্ব আমি কতটুকু পালন করলাম। কীভাবে আমার ঘৃণা প্রকাশ করলাম। আচ্ছা এটা কি সম্ভব যে, যার দ্বারা আমার ভাই-বোন অত্যাচারিত হলো আমি তার দোকান থেকেই চাল কিনে খাই। শুনতে কেমন লাগল। কেউ যদি এমন করে আপনি তাকে নিশ্চয়ই সাধুবাদ জানাবেন না, তাই না?? পণ্য বয়কটের মূল উদ্দেশ্য এখানেই। ক্ষতি কতটুকু কে হলো সেটা গৌণ বিষয়। হ্যাঁ আর্থিকভাবেও এই প্রতিবাদ কার্যকরী যদি সকলে মিলে এই কাজ করা যায়। আর এটা অসম্ভব কিছুও না। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে, নিকট অতীতেই। আমরা, মুসলিমরা যদি একটু ঈমানের চোখ দিয়ে তাকাই, তাহলেই সম্ভব। আর কে না জানে, ইয়াহূদীদের জোর অর্থের কারণেই। ফলে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে দেখলে নিশ্চয়ই তারা তাদের পলিসি পাল্টাতে বাধ্য।

বয়কট কেন্দ্রীক চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত।

যাই হোক, কোথায় যেন পড়েছিলাম। সারাজীবন আমার মনে থাকবে, পাঠকদের উদ্দেশ্যে তাই আবার শেয়ার করি। একলোক পেপসি খান না, কারণ পেপসি নাকি ইসরায়েলী। তো কোন এক অনুষ্ঠানে একজন তাকে খুব জোরাজুরি করলেন পেপসি খাওয়ার জন্য। এবং শেষ পর্যায়ে মোক্ষম যুক্তি দিলেন যে, আপনি একজন খেলেই বা ইস্রায়েলের কি লাভ, আর না খেলেই বা তার কি লোকসান। তাতে তো কিছুই হচ্ছে না। ফলে অযথা নিজেকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ। তার চাইতে খেয়েই ফেলুন,। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি মানছি আমি একজন না খেলে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু, লাভ-ক্ষতি আমি দেখছি না। *আমার সমস্যা হচ্ছে পেপসি আমি খেতেই পারছি না। যখনই তা খেতে যাই, তখনই আমার চোখের সামনে ফিলিস্তিনী ভাইদের রক্তমাখা লাশ ভেসে ওঠে। আমার ভাইদের রক্ত লেগে আছে এমন খাদ্য আমি কীভাবে খাই,।* এরপর দ্বিতীয় ভদ্রলোক আর একটা কথাও বলেননি। আসলে বলার কিছু থাকেও না। লাভ ক্ষতি এখানে আসলেই গৌণ; মুখ্য হচ্ছে অনুভূতি। এটা আদতেই চেতনার বিষয়, এত গভীর আবেগে কেউ তাঁর ভাইকে ভালোবাসলে কেবল পানীয় কেন, অনেক কিছুই ত্যাগ করা যায়। এখন আপনার ভালোবাসা আপনার কাছেই থাকুক। আপনি কি পণ্য, কীভাবে ব্যবহার করবেন, তা আপনার হাতেই তোলা থাকল। ফিলিস্তিনী ভাইদের, তাদের শিশুদের, স্ত্রী-বোনদের রক্তমাখা ছবি উপেক্ষা করেও আপনি যদি তা ভোগ/ব্যবহার করতে পারেন তাহলে আমি শতবার বললেই বা কি লাভ।

অনেকের জিজ্ঞাসা, কতটি দেশের পণ্য ত্যাগ করবেন? ভারত, চীন, ইউএসএ, ফ্রান্স সবাই তো একই দোষে দোষী। এভাবে বয়কট করতে থাকলে কিছুই তো ব্যবহার করার উপায় নেই।

খুব যৌক্তিক প্রশ্ন। তবে পণ্য বয়কটের ক্ষেত্রে ঠিক মানানসই নয়। আপনি যতগুলো পারেন সবগুলিই বয়কট করুন। সেটা নির্ভর করছে আপনার ঈমান, আমল আর তাকওয়ার উপর। সবগুলি যদি করতে পারেন, তাহলে তো নূরুন আলা নূর। আর যদি না পারেন যে কয়টি পারেন করুন। এটা তো কোন যুক্তি হতে পারে না যে, আমি যখন ভারতের পণ্য বয়কট করছি না তাহলে ইসরায়েলেরটাও বয়কট করব না। বস্তুত এটা কোন বিধিবদ্ধ আইনের অধীন না, এটা

নিতান্তই আপনার এখতিয়ারে। আপনি প্রেফারেন্স তালিকা নির্ধারণ করে না হয় বয়কট করুন। হ্যাঁ, এটা আমরা বলি যে, বয়কট যেন হয়, ইসলাম ও মুসলিমের স্বার্থে; নিজের জাগতিক স্বার্থের জন্য না। ** প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশে যা বলা হলো, সেটাও অনেকটা খোঁড়া যুক্তি। ইসলামে এর সমাধানও আছে। *প্রথম কথা হচ্ছে, ওসব দেশ থেকে যেসব পণ্য আসে তা জরুরি বা আবশ্যকীয় পণ্য নয়। বেশিরভাগই বিলাসদ্রব্য, আর তা নাহলেও এগুলোর বিকল্প পণ্য আছে।* তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, সেসেব দেশের কিছু পণ্য এমন যে, এগুলো ছাড়া বাঁচার উপায় নেই (যদিও আমি এমন একটাও পাইনি), তাহলেও কোন সমসয়া নেই। আপনি কেবল সেটাই ব্যবহার করুন, ততটুকু যতটুকু বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। নিজের শখ মেটানোর জন্য নয়। যেমনিভাবে জীবন রক্ষার খাতিরে শর্তসাপেক্ষে রক্ত, শুকরের মাংস ইত্যাদি খাওয়াও ইসলামে জায়েজ রয়েছে। সে হিসাবে এসব দেশের পণ্য তো আর মূলত নাজায়েজ নয়, কোন কারণের প্রেক্ষিতে আপনি বর্জন করেছেন। ফলে জরুরি পরিস্থিতিতে সেসব পণ্য ব্যবহার করলে আপনার বয়কট ভঙ্গ হওয়ার কথাও আসে না।

যতদিন ইস্যু গরম থাকে ততদিন পণ্য বয়কট করা হলো। কিছুদিন পর আবার সেই আগের অবস্থা। তাহলে কি দরকার এভাবে লোক হাসানোর!?

** এটা অনেকেই বলেন। আমি নিজেই অনেকের মুখে শুনেছি। হ্যাঁ, এটা বাস্তব যে, অনেকেই এমন করে থাকেন। এটা নির্ভর করে উনার ঈমানের দৃঢ়তা কতটুকু এর উপর। তবে পরে আবার ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকবে বলে যে এখন বয়কট করতে পারবেন না তা কিন্তু কোন কাজের কথা না। প্রথমত, যতদিন করলেন ততদিন তো সাওয়াব পেলেন, প্রতিবাদ করলেন। আর কে-ই বা বলতে পারবে যে, আপনি একেবারেই তা বর্জন করছেন না। সেটাও তো হতে পারে। একটা উদাহরণ দিই, পাপ করতে অভ্যস্ত হলে কি তাওবা করার দরকার নেই। তাওবা করুন, পুনরায় পাপ হয়ে গেলে আবার তাওবা করুন। এভাবে একই পাপের জন্য সত্তরবার তাওবা করলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করেন (আরবে সত্তর সংখ্যা সাধারণত অসংখ্য বুঝাতে ব্যবহৃত হত, যেমন এককালে আমাদের সামাজিক সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল কুড়ি। এক কুড়ি দুই কুড়ি এভাবে হিসাব করা হত)। হয়ত বলবেন, যে পাপ আমি জানি যে আবার করব, তাতে তো তাওবা পুর্ণরূপে

হয়ই না। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে আপনি যদি ভবিষ্যতেও সে পাপ করার ইচ্ছা ত্যাগ না করেন তাতে তাওবা যথাযথ হয় না। কিন্তু তাই বলে তাওবা ছেড়ে দেওয়াটা নিতান্তই মুর্খতা, এটা শয়তানেরই চাল। কেননা তাওবা পুরা না হলেও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) তো হয়, বান্দা আল্লাহমুখী তো হয়। এভাবেই হয়ত কোন একদিন খালিস তাওবা নসীব হবে। প্রিয় ভাই, পণ্য বয়কটও তেমনই। যতদিন পারেন করেন, যতগুলো পারেন করেন। আপনার ঈমান যতদিন আপনাকে এ পথে চালায় ততদিন চলুন। আল্লাহর দিকে আপনার এই পদক্ষেপের দরুন আল্লাহর রহমত আপনার দিকে আরো বেশি করে অগ্রসর হবে, তাতে হয়ত আপনি বাকী জীবনও এমনিভাবে চলতে পারবেন। *** লোক হাসানোর যে কথা আমরা চিন্তা করি সেটা অমূলক নয়। আমাদের পরিবারের অনেকেই এমন বলে ফেলেন। আসলে যারা বলেন, তারা দীনের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকিফহাল নন।* ফলে তারা এসব বিষয় দুনিয়াবী ও সামাজিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করেন। না হয়, কিছুটা হাসি সহ্যই করলেন দীনের জন্য, আল্লাহর জন্য। তবে একটা বিষয় মাথায় রাখা উচিত, এভাবে দীনের ইস্যুকে খেল তামাশার বস্তু যেন আমরা বানিয়ে না ফেলি। এটা মারাত্মক অপরাধ। হ্যাঁ, যদি খালিস নিয়তে আমি কোন আমল করি, তারপর তা ছেড়ে দিই, তারপর পুনরায় শুরু করি, আবার ছেড়ে দিই; আবার শুরু করি আবার ছাড়ি, তাতে সমস্যা ততটা মারাত্মক নয়, যতটা মারাত্মক হয় ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে-শুনে কোন আমলকে ধরা ও ছাড়া হয়। এরূপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

★★বিরুদ্ধবাদীদের একটি বহুল প্রচলিত প্রতারণা ও জনমনে অমূলক সংশয় সৃষ্টি ‼★★ **“ইয়াহুদীদের পণ্য যদি বয়কট করতে হয় তবে facebook amzon, ebay, goggle, IBM সবই করুন। দেখি আপনাদের কত জযবা”।**

{এসব পণ্য কাদের সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই, কিংবা মুসলিমদের বিপক্ষে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাও নিশ্চিত নই।} ফলে আমাদের অনেকেই বয়কটের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পরে যান। অথচ এই কথা *শুনতে যৌক্তিক মনে হলেও আসলে এর কোন ভিত্তি নেই। অন্তত ইসলামী ব্যাখ্যানুসারে নেই।* কেননা - ক. সবাই সব পণ্য বয়কট করবে বা করতেই হবে এমন কোন

নির্দেশনা নেই। বরং যার যার ক্ষমতা, সামর্থ ও সুযোগ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। কেননা এট ফরজে আইন বিধান নয়। এটা জিহাদের অংশ, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ভালোবাসার-আবেগের প্রকাশ। ফলে যার ঈমান যতটুকু দাবী করে তিনি ততটুকুই করবেন। যতদিন সম্ভব ততদিন করবেন। হ্যাঁ, উত্তম হচ্ছে সবকিছু, সবসময়ের জন্য বয়কট করা। তবে কেউ না করতে পারলে তিনি মুসলিমই না এমন বলার কোন সুযোগ নেই; কেবল ঈমানের দাবী তিনি পরিপুর্ণভাবে পালন করেননি এটুকু বলা যায়। *খ. ”নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ„ করার নীতি ইসলামে নেই। একটু বুঝিয়ে বলি।* উদাহরণ হিসেবে **facebook** ই সম্ভবত আদর্শ। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, ”ফেবু ইয়াহূদীদের দ্বারা পরিচালিত, তাতে মুসলিমদের স্বার্থের অনেক হানি করা হয়„। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফেবুতে আপনার আসার কারণ কী? তাতে লাভ কতটুকু আর ক্ষতি কতটুকু? যদি ফেবু ব্যবহারে কোনরূপ হারামে জড়িত না হোন (যেমন অশ্লীলতা ও বেপর্দা - এ দুটোই সবচেয়ে বেশি হয়) এবং আপনার নিয়ত যদি নেক হয় তবে ফেবু ব্যবহার ছেড়ে দিলে ইয়াহূদীদের যে ক্ষতি তাঁর চাইতে আপনার ক্ষতি বেশি। এটা পরিমাপ করবে শরঈ মাসলাহা-মাফসাদা এর নীতি। যেমন আজ যদি ফেবু ব্যবহার না করতেন, তাহলে জানতেন কি ফিলি/স্তীনে কি হচ্ছে? জানতেন কি, এখন কি করা উচিত, কিংবা কখন মুসলিমরা সম্মলিতভাবে কি আন্দোলন করছে? সম্ভবত আমাদের বেশিরভাগই জানতেন না। অতএব, ঢালাওভাবে অন্য সব পণ্যের সাথে এসবের তুলনা করা মোটেও ঠিক নয়। কেননা কোন পাণীয় ত্যাগ করায় মুসলিম উম্মাহর কোনই ক্ষতি নেই, তাছাড়া এসবের বিকল্পও আছে। অন্যদিকে ফেবুর বিকল্প যদি তৈরি করা যায় সেটাই সবচেয়ে উত্তম, না হওয়া পর্যন্ত সেটাকে নিজেদের কাজে লাগানোই বরং উত্তম। যেমন – - দাওয়াতের কাজ করা - ইলম অর্জন করা - দেশের, মুসলিম উম্মাহর খবরাখবর জানা - নিজ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই উকায মেলায় যেতেন। কেন? কাফিররার যে উদ্দেশ্যে যেত সে উদ্দেশ্যে নয়, বরং দাওয়াতের জন্য। কারণ নানা এলাকার লোকের কাছে সহজে দাওয়াত পৌঁছানো যাচ্ছে। ফেবুও অনেকটা এমন। আপনার নিয়ত ও পদ্ধতি যদি ঠিক থাকে তবে সমস্যা নেই। তবে লক্ষ্য রাখা উচিত এসব কাজে ফেবু ব্যবহার যেন আমাদের হারামে লিপ্ত না করে। কেননা এসব কাজ করার আরো অনেক মাধ্যম আছে, ফেবু একমাত্র মাধ্যম নয়। ফলে একটি সহজ পথ অনুসরণ করতে গিয়ে হারামে জড়িয়ে পরার আশংকা থাকলে সে পথ ব্যবহারও হারামই হয়। গ. তাছাড়া অমুসলিমদের সকল পণ্য ব্যবহারই যদি নিষেধ হত, তবে যুদ্ধাস্ত্র, মোবাইল, বিমান এমন সবই তো নিষিদ্ধ হয়ে যেত। অথচ সেসব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন না। মূলত যেসব পণ্য সত্তাগতভাবে হালাল সেগুলো ব্যবহার করা

হালাল, যদি তা প্রয়োজনীয় হয়, কিংবা উম্মাহর (ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক) কল্যাণে লাগে। আর যে সব পণ্য হারাম তা কেবল অমুসলিম কেন, মুসলিমের তৈরি হলেও হারাম। এসবের আলোকেই ফেবু ব্যবহার এর বিধান কার্যকর হবে। কেবল একটি নীতি জেনে তা নিয়ে তর্ক করা জ্ঞানীদের মানায় না। ফেবু যিনি কল্যাণের কাজে, প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করবেন তার জন্য জায়েজ। *পাঠক খেয়াল রাখবেন, জায়েজ বা বৈধ বলছি – ওয়াজিব বা মুস্তাহাব, এমনকি উত্তম বলছি না।* অন্যথায় যিনি হারামে লিপ্ত হয়ে পড়েন তাঁর জন্য, উম্মতের যত কল্যাণই তাতে চোখে পড়ুক, হারাম। সেক্ষেত্রে কল্যাণ-অকল্যাণ মূলনীতির আগে হালাল-হারাম মুলনীতি প্রযোজ্য হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ তাকওয়ার কারণে সব কিছুই বর্জন করতে পারেন, তাঁর নিকট থেকে আমরা দুআর প্রত্যাশাই করি।

★★ লেখকের ব্যক্তিগত মনোভাব ও অনুভতির বহিঃপ্রকাশ ‼★★

শেষ পর্যায়ে, আমি আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি। আমি নিজে কিছু পণ্য বর্জন করে চলি। যেমন, দেশীয় পত্রিকা `প্রথম আলো`। এর কারণ আপনাদের অজানা নয়। তবে শুরু করেছিলাম, আফগানিস্তানে/পাকিস্তানে এক মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণে শতাধিক হাফেয শিশু নিহত হওয়ার খবরে ওদের আশ্চর্য রকমের নির্লিপ্ততা দেখে, টানা তিনিদিন খুঁজেছি, কিন্তু সামান্যতম খবর তারা দেয়নি। অন্য সব পত্রিকায় তা বেশ বড় আকারেই এসেছিল। সেদিন থেকে শুরু, অথচ এর পূর্বে সম্ভবত একদিনও যায়নি যেদিন আমি প্রথম আলো পড়িনি। আর সেদিনের পরও একদিনও অতিবাহিত হয়নি যেদিন আমি তা পড়েছি। না প্রিন্টেড না অনলাইন, কোন কিছুতেই না। এটা নিতান্তই আমার অনুভূতি। ফ্রান্সের কিছু পণ্য ব্যবহারেও আমি অভ্যস্ত ছিলাম। বিশেষ করে বাচ্চাদের কিছু পণ্য। রাসূলুল্লাহ (স) কে অবমাননার পর সেইসব পণ্যসহ ফ্রান্সের সবকিছুই ত্যাগ করেছি। এমনই ইসরায়েলের পণ্য, কাদিয়ানীদের পণ্য সবই ত্যাগ করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সব ক্ষেত্রেই বিকল্প মিলিয়ে দিয়েছেন, নয়ত আমার চাহিদা সীমিত করে দিয়েছেন। এমনকি এসব ব্যবহার না করার ফলে কোন অভাবই অনুভূত হয়নি কখনো। মনে হয় যেন এগুলো আমি কোনদিনই ব্যবহার করিইনি। প্রিয় ভাই, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলার কারণ কেবলই আপনাদের অনুভূতিকে তাজা করার জন্য। কিছুটা হিম্মত দেওয়ার জন্য। হয়ত কেউ না কেউ অনুপ্রাণিত হবেন। আল্লাহ তাআলা আমার/আমাদের বয়কটকে দীনের স্বার্থে কবুল করুন, সকল প্রকার রিয়া ও প্রদর্শনেচ্ছা থেকে হিফাযত করুন। তেমনই সকল মুসলিমদের সকল প্রকার ত্যাগ

- বড় হোক বা ছোট – কবুল করুন। আল্লাহু আ`লামু ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ। আসতাগফিরুল্লাহা লি ওয়া লাকুম, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

মূল লেখাঃ ফিলিস্তিনের বর্তমান পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত ভাবনা (১-৫)

লিখেছেনঃ Mustafa Monjur (Sir), Assistant professor at University of Dhaka

FB Link: https://web.facebook.com/mustafa.monjur **(মূল পোস্ট স্যারের ওয়ালে দেখুন, এখানে লেখাটি ঈষৎ পরিমার্জন করে কিছু অংশ দেয়া হয়েছে)**